দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 21 OCT 1991
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪

২৩

বদরুন্নেসা সরকারী কলেজে ভর্তি ক্ষেত্রে বৈষম্য

বদরুননেসা সরকারী কলেজ একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। সবাই আশা করেন যে, উক্ত কলেজে অন্যান্য সরকারী কলেজের নিয়ম অনুযায়ী সবাই যাহাতে কলেজে অধ্যয়নের সুযোগ পায় তাহা নিশ্চিত করা। কিন্তু ১৯৯০-৯১ বর্ষে একাদশ শ্রেণীতে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তির জন্য এই কলেজ 'ঢাকা শহরের ছাত্রীর জন্য মোট ৭০০ নম্বর এবং ঢাকার বাহিরের জেলার জন্য ৭৫০ নম্বর থাকিলে ভর্তির আবেদন করিতে পারিবেন' বলিয়া টেলিফোনে আমাকে জানাইয়াছে। আমার প্রশ্ন হইল যাহারা সরকারী অথবা বেসরকারী অফিসে চাকুরিরত আছেন তাহারা সবাই সরকারী নির্দেশে বদলি হইয়া থাকেন এবং বিভিন্ন শহরে তাহাদের ছেলে-মেয়েদেরকে পড়াইতে হয়। সবাই ঢাকা শহরের স্কুলে পড়াবার সুযোগ পাননা। উপরন্তু যেহেতু উক্ত সরকারী কলেজের হোস্টেল রহিয়াছে সেই জন্য ঢাকার বাহিরের মেয়েদের বেলায় উক্ত কলেজে অধ্যয়নের বেশী সুযোগ থাকা উচিত। ঢাকার স্কুলে যাহারা পড়াশোনা করে তাহারা বিভিন্ন কোচিং-এর মাধ্যমে পড়াশোনার সুযোগ পায় কিন্তু মফস্বলে তাহা পায়না। কাজেই মফস্বলের স্কুলে পড়াশোনার জন্য নিজের মেধার উপর এবং স্কুল কর্তাগণের পড়ানোর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কাজেই মফস্বলের মেয়েদের বেলায় আরো কম নম্বর পাইয়া ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে যদি উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় তাহা হইলে উক্ত সরকারী কলেজে ভর্তির কোন বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়। অন্যান্য কলেজের মতো বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগ এবং মানবিক শাখায় দ্বিতীয় বিভাগ প্রাপ্তির পরই ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়া উচিত। এবং কোন কারচুপির আশ্রয় না নিয়া ভর্তি পরীক্ষার কৃতকার্য ছাত্রীদের ভর্তির সুযোগ দেওয়া উচিত।

কিন্তু বদরুননেসা সরকারী কলেজে উপরোক্ত বৈষম্যমূলক এবং ছাত্রীদের উপর নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বর্তমানে দেশ একটি গণতান্ত্রিক সরকার দ্বারা শাসিত হইতেছে। এখন শহর ও মফস্বলের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি অনভিপ্রেত ও অগণতান্ত্রিক। উক্ত কলেজে এই কালাকানুন জারি করার মাধ্যমে মফস্বলের ছাত্রীরা যাহাতে পড়াশোনা করিতে নাপারে তাহাই পাকাপোক্ত করিয়াছে।

এই ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং যাহাতে উক্ত কালাকানুন রহিত করিয়া বিজ্ঞান বিভাগে ঢাকা শহর এবং মফস্বল শহরের ছাত্রীদের জন্য একই নম্বর রাখিয়া সবাইকে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয় তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য সানুনয়ে অনুরোধ জানাইতেছি।

মোঃ হেলালুজ্জামান,
বীরপ্রতীক
ফুড়পাড়, নেত্রকোনা।